রবিবার, ১৬ বৈশাখ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ১৩২

মাওবাদী হামলা মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ জরুরি

ছত্তিশগড়ের সুকমায় সম্প্রতি বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। মৃত্যু হয়েছে ২৫ সিআরপিএফ জওয়ানের। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চালাচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী। তবে মাও সমস্যা মোকাবিলায় শুধু যে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট তা নয়, এ জন্য ধারাবাহিক উন্নয়নের বিষয়টিও সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাওবাদীরা ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার যে এলাকায় সক্রিয় সেগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। সরকারি উন্নয়নের ঢেউ এই এলাকাগুলিতে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। বহু এলাকা পর্বত সংকুল বা জঙ্গলকীর্ণ হওয়ায় পথঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতালের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরির সুযোগও অনেক কম। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদীরা স্থানীয় জনগণকে অনুন্নয়নের দোহাই দিয়ে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করে চলেছে। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় উন্নয়নের রথকে দেশের সর্বত্র নিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সরকারের। এই বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সমান দায়িত্ব রয়েছে। ইতিমধ্যেই অবশ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তবে বক্সার, দান্তেওয়াড়া, সুকমার মতো এলাকায় স্থানীয় মানুষকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনার মতো বহুবিধ পদক্ষেপ জরুরি। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নের রথকে উক্ত এলাকা থেকে দ্রুতগতিতে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। তবেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

(মহিমার প্রতি)-----''আহা ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন।-----গাও তো গা সেই গানটি আর একবার।''
ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, ' প্রেম গিরি-কন্দরে' ইত্যাদি।
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন-----তুমি সেই শ্লোকটি একবার বলত——হরিভক্তির কথা।
মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন——
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্ত পসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বযদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
শ্রীরামকৃষ্ণ——ওটাও বল——লভ লভ হরিভক্তিং।
মহিমাচরণ বলিতেছেন——
বিরম বিরম ব্রাহ্মণ্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম।।
লভলভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম।
ভব-নিগড়-নিবন্ধ চেছদনীং কর্ত্তরীঞ্চ।
শ্রীরামকৃষ্ণ-----শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন।
মহিমা——পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ-----লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সঙ্কোচ——এ সব পাশ, কি বল?
মহিমা-----আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়া।
শ্রীরামকৃষ্ণ——দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিঘ্ন হোক-----নির্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয় পুরুষকার-----খুব রোখ। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ! কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৬ বৈশাখ, ভাঃ ১০ বৈশাখ, **৩০ এপ্রিল,** ১৬ বহাগ, সংবৎ ৪ বৈশাখ সুদি, ৩ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৯, সূর্য্যাস্ত ৬।০। **রবিবার,** চতুর্থী দিবা ঘ ৮।২৮ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ১।২১ মিঃ। অতিগণ্ডযোগ দিবা ঘ ৯।১৪ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৮।২৮ গতে বরকরণ, রাত্রি ঘ ৭।১৮ গতে বালবকরণ। **জন্মে**---মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ববির দশা ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। ঘ ১।২১ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৯।৫৮ গতে ১।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১২।৫৮ গতে ২।২২ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ৮।২৮ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ১।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**--গর্ভধান, দিবা ঘ ৮।২৮ মধ্যে ১।২১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন (পরে মহুর্ত্তচিন্তামণিমতে) দীক্ষা বিপণ্যরম্ভ পুণ্যহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ, দিবা ঘ ৮।২৮ গতে সীমান্তোনন্নয়ন বিদ্যারম্ভ ধ্যান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**---পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৮।২৮ গতে ষট্ পঞ্চমী ব্রত।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬বৈশাখ, ভাঃ ১০ বৈশাখ, **৩০এপ্রিল,** ১৬বহাগ, ৩ শাবান, উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০ রবিবার, চতুর্থী দিবা ঘঃ ৮।২৮

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে অতি উচ্চমানের কারিগরি বিদ্যা হস্তান্তরে আগ্রহী নয়

ভারত-মার্কিন সামরিক প্রস্তাব ফিরে দেখতে হবে নয়াদিল্লিকে

অরুণ শ্রীবাস্তব

ভারত-মার্কিন রণনীতি সংক্রান্ত সহযোগিতার প্রাথমিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে সামরিক আদানপ্রদানকে কেন্দ্র করে। এছাড়া অন্য কোনও বিষয় নেই। আমেরিকার চাহিদা অনুযায়ী ভারত যেখানে সাড়া দিয়েছে। এই জুটির শক্তিকে মাপতে হবে তার প্রকৃতি এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত লেনদেনের ভিত্তিতে। কিন্তু, সেখানে গুরুত্ব কিছু প্রশ্ন আছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ভারতের রণনীতিগত স্বার্থ, লক্ষ্য ও কার্যকারিতা কতটা পূরণ হবে, সেই দিক থেকেও। মোদী সরকার সেখান থেকে সামরিক রসদ সংগ্রহ করার জন্য ১৪৭টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আগামী তিন বছরে যার জন্য মূল্য দিতে হবে ২.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা।

আমেরিকা থেকে আমদানির দিক থেকে ভারত এখনও প্রথম তিনে নেই। কিন্তু, তা সাম্প্রতিকালে বহুগুণ বেড়েছে। ২০০৫ সালের আগে এই দুই দেশ ১০ বছরের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা গড়তে স্বাক্ষর করেছিল। ভারত যে সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও অস্ত্র সেখানে থেকে আনেনি। ২০০৫ থেকে ২০০৯ সালের পাঁচ বছরে সেটাই পাঁচ গুন বেড়েছে। যা আরও বাড়ার ইঙ্গিত মিলছে। ২০২০ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ৬৪.৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বছর লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমেরেন্ডান অফ এগ্রিমেন্ট (লেমা) অনুযায়ী দু'দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ একে অন্যের রণসজ্জা খতিয়ে দেখতে পারবে। আদতে যা আমেরিকার পথ এদেশে উন্মুক্ত করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মোদী সরকার কমিউনিকেশনস কম্প্যাটিবিলিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট (কমকাসা) স্বাক্ষর করতে অগ্রসর হয়েছে। আগে ভারত এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কিন্তু, পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নয়া সম্পর্কের স্বার্থে সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছে। এ নিয়ে দেশজ সমালোচনাকেও গ্রাহ্য করছে না। আসলে মার্কিন সামরিক কর্তারা মনে করেন, আগে কমকাসা স্বাক্ষর হওয়া উচিত। এদিকে এর সঙ্গে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। যা নিয়ে বিশেষ সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যাকে বলা হচ্ছে, এগ্রিমেন্ট ফর জিওসপেসিয়াল ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস কো-অপারেশন। যার দ্বারা ডিজিটাল ম্যাপিং সহজ হবে। সমারিক জিনিসপত্র রক্ষা করা সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলির সফরকে গুরুত্ব দিতে হবে। পূর্বতন প্রতিরক্ষারমন্ত্রী মনোহর পারিক্করের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। কিন্তু, আদতে তিনি সেখানে জল মাপতে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে কমকাসা'র ভবিষ্যতের জমি তৈরি করতে গিয়েছিলেন বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। নয়াদিল্লি সেইসঙ্গে এই বার্তা দিতে চেয়েছে যে, দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তারা অনাগ্রহী নয়। বস্তুত, অমোরিকা ও ভারত যৌথভাবেই ভারত মহাসাগরে চিনা সাবমেরিনের গতিবিধির উপর নজর রাখছে বোয়িং পি-৮ নৌবিমানের সাহায্যে। এদিকে কমকাসা স্বাক্ষরিত না হওয়ায় ভারত যে পি-৮ আই পেয়েছে, তাতে 'কমিউনিকেশন ইক্যুইপমেন্ট' নেই। পারিক্কর এই ব্যাপারে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু, আচমকা তাঁকে গোয়ার চলে যেতে হওয়ায় প্রকল্পটি ধামাচাপা পড়ে যায়। এই অবস্থায় জেটলিকে মেক ইন ইন্ডিয়া সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। ঘটনা হল, এই স্লোগান সূত্রে আমেরিকান সংস্থারা ভারতের দিকে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু, মার্কিন প্রশাসন এখন আপত্তি তুলছে। যদিও ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অস্ত্র আমদানিকারক। শতাংশের হিসাবে মোট আমদানির ১৪ শতাংশের শরিফ। এর মধ্যে রয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকায় ফরাসি রাফায়েল যুদ্ধবিমান ক্রয়। মোদী সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মেক ইন ইন্ডিয়া স্লোগান কার্যকর করার ব্যাপক চেষ্টা করছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত জোরদার কিছু হয়নি। ফলে আমদানি খাতে বিলের আয়তন আরও বড় হবে। কারণ, তিন বাহিনীর জন্য দরকার প্রায় ৮০০ হেলিকপ্টার। সেইসঙ্গে আগামী ১০ বছরে অন্তত ৩০০ যুদ্ধবিমান দরকার। হয় তা বানাতে হবে, নয়ত আমদানি করতে হবে। বলাবাহুল্য, রণনীতি নিয়ে এই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আসলে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত লেনদেনই প্রাধান্য পায়। যাতে মার্কিন কোম্পানিগুলি এদেশে আরও রাজার ধরতে পারে। সম্প্রতি ভারত সরকার তার পুরনো হেলিকপ্টারগুলিকে আধুনিকী করণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেইসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২.৫ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প রূপায়ণের খসড়া তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারত ১৬টি এস-৭০বিসি হক হেলিকপ্টারও কিনবে। যার অন্য মানে হল ভারত ভবিষ্যতে আরও বেশি করে মার্কিন অস্ত্র ও যন্ত্রাংশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

উন্নয়নের সোপানে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়

এস.এম. সিরাজুল ইসলাম

পূর্ব প্রকাশিতের পর....

> *এই মনোভাবের প্রতিফলন প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের মাটিতে প্রথমবার উত্তর প্রদেশ লোকসভা নির্বাচনের সময়। সেই সময় এই প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭২টি তারা জিতেছিল, যার মধ্যে বেশকিছু আসন ছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তখনও হিসাব করে দেখানো হয়েছিল যে এই সম্প্রদায় ভোট না দিলে বিজেপি কোনওমতেই এত আসনে জিততে পারে না। অনেকে যারা এই নির্বাচনের ফলকে আবেগ, অনুরাগ বলে ভেবেছিলেন আজ ২০১৭ সালের মার্চের এই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের সাতাত্তরটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অধিকাংশতেই বিজেপিকে জিতিয়ে ওই ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।*

মেকি ধর্মনিপেক্ষরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তা রক্ষা করত তাহলে উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফর নগরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটত না। বা মহম্মদ আখলাককে দাদরিতে অকালে গোমাংস রাখার অপরাধে নির্মমভাবে নিহত হতে হত না। সংখ্যালঘু সমাজ সেই স্বাধীনতার পর থেকেই দেকে এসেছে যারা ভোটের সময় তাদের রক্ষা করার কথা বলে সাধারণ নাগরিক হিসাবে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারাই ক্ষমতা পেলে সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করতে পারে না বা যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগায় তাদের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না। আজ পর্যন্ত যত সামম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার কোন একটিতেও কি অপরাধীদের চিহ্নিত করে কোনও শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে? দাঙ্গা ঘটায় তারা ভয় পেত। এ কাজ করতে আর সাহস পেত না।

কিন্তু ঘটনা ঘটলে শুধু তদন্ত কমিশন গঠন ছাড়া আর কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।এও ছাড়া সংখ্যালঘু সমাজ তাদেরকে বারবার সংখ্যালঘু তকমা দিয়ে দেগে দিয়ে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দেওয়াকেও অন্যদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে বলে মনে করেন। আসলে সম্প্রদায় হিসাবে আলাদা করে দেখালে বা তাদের জন্য আলাদা করে কিছু করার কথা ঘোষণা করলে অন্যরা যে তাকে তোয়াজ বলে মনে করছেন, তা এখনকার আধুনিক কেতা দুরস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মেনে নিতে এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। কারণ ভারতআত্মার তারা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। নানা জাতপাতের কথা বলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করাকে তারা ঘৃণ্য চক্রান্ত বলেই মনে করে। এবং এই মনোভাবের প্রতিফলন প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের মাটিতে প্রথমবার উত্তর প্রদেশ লোকসভা নির্বাচনের সময়। সেই সময় এই প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৭২টি তারা জিতেছিল যার মধ্যে বেশকিছু আসন ছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তখনও হিসাব করে দেখানো হয়েছিল যে এই সম্প্রদায় ভোট না দিলে বিজেপি কোনওমতেই এত আসনে জিততে পারে না।

অনেকে যারা এই নির্বাচনের ফলকে আবেগ, অনুরাগ বলে ভেবেছিলেন আজ ২০১৭ সালের মার্চের এই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের সাতাত্তরটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অধিকাংশতেই বিজেপিকে জিতিয়ে ওই ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং সব থেকে বড় যে কথাটি এই জয় থেকে উঠে এসেছে তা হচ্ছে ধর্ম, জাত পাত দিয়ে আগে যা হবার হয়েছে এখনকার মানুষ কিন্তু এখন সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে তাকে মেলাতে চায় না। কারণ জাতপাতের ব্যবধানকে প্রশ্রয় দিল জাতির অগ্রগতিকে মাঝপথে আটকে উদ্ভাসিত সূযকিরণকে স্বাগত জানাতে কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছে। সব ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এমন অভাবনীয় ফল ফলাতে পেরেছে।

যারা এখনও এই সমাজকে ধর্মান্ধ বলে মনে করেন তারা যদি একটু হিসাব করে দেখেন তাহালে দেখবেন যে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেখানে দেওবন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেখানে ১ লাখেরও অধিক ভোটে বিজেপি প্রার্থী জিতেছেন। এই দেওবন্ধ সন্নিহিত এলাকায় ৬৫ ভাগ ভোট সংখ্যালঘুদের সেখানে এই জয় যে সংস্কারপন্থীদের পালকে অমূল্য একটি সংযোজন সে বিষয়ে তো সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

মিথ্যা মোহজালে আর ভ্রান্ত পথিক হওয়ার আগ্রহ নেই বলেই সঠিক নিশানায় হাঁটার এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশেষ কোনও একটি ইস্যু দিয়ে যে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব হয়নি তা বলাই বাহুল্য মাত্র। এ যে সমাজকে সংস্কারের পথে থেকে নিজের ফর্মাটি নিজেদের গড়ে তোলার এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ তা বোধ হয় না বললেও চলবে। উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে যে ১৯ ভাগের মতো সংখ্যালঘু সমাজের বাস সেখানে বিজেপির জয় জয়কারে যে তাদের উপর কোন অসাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না সে বিষয়ে বোধ হয় তারা নিশ্চিত। কারণ বাবরি মসজিদ গায়ের জোর দিয়ে ভাঙা হয়েছিল আজ থেকে ২৫ বছর আগে।

এর মধ্যে উত্তর প্রদেশে এককভাবে এবারের মতো আগেও ক্ষমতায় এসেছে তারা। কিন্তু রামমন্দির তবুও তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখন দেশের প্রধান বিচারপতি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজছেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে জনাদেশ পেলেই আইন অমান্য করে কোন কিছু করা সহজসাধ্য নয়। দেশের সংবিধান সকলকে সমান মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছে বলেই সংখ্যালঘু সমাজে আজ নবজাগরণের উন্মেষ দেখা যাচ্ছে। অন্যরাও যদি জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে এই জাগরণে সামিল হতে পারতেন তাহলে দেশ ও সমাজ যে আরও সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কণা মাত্র কোনও সন্দেহ বা সংশয় নেই।

(সমাপ্ত)

সম্পাদক সমীপেষু

সবারে বাসরে ভাল

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে মিলন রেখে পথ চলার অঙ্গীকার করেছিলেন। সমগ্র জনজাতির কাছে আবেদন রেখেছিলেন, এই যে আমাদের ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের আমরা সদস্য। তাই এখানে কোনও বিভেদ থাকত পরে। এই ভারতবর্ষ হল মহামিলনের তীর্থভূমি, আমরা প্রতিটি তীর্থে গিয়ে যা দর্শন করে আসি। সেই দর্শনে নানারূপ দেখি। কোথায় গঙ্গা বয়ে চলেছে যমুনা নামে। আবার কোথায় গঙ্গা ভাগীরথী নামে। গোদাবরী নামে বয়ে চলেছে সেই গঙ্গার জলেই সমগ্র শরীরটা পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। সেই গঙ্গাই বয়ে চলেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে। আমরা তো সেই গঙ্গার জলই ব্যবহার করি। কখনও কী জানতে চাই এই গঙ্গার জলে কোন কোন জাতির মানুষ স্নান করে গেছে। ঠিক কতখানি গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে গেছে। এখানে আমাদের মানসিক চিন্তা ধারাটা যে কতখানে ভুল তা বারবার প্রমাণ হয়ে গেছে। তবুও সেই ভুলের পথটাকেই ধরে, আমরা অকারণে বিতর্ক করে ফেলি। তার দরুন একটা ভুল বার্তায় অনেকখানিই ক্ষতি হয়ে যায়। যা-আর কোনওদিন পূরণ হয় না। কোনও কিছু যদি ভুলের কারণে হারিয়ে যায় যা ফিরে পাওয়া ভীষণ কঠিন ব্যাপার। এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে যদি একত্রিতভাবে একটা মিলন মেলার আসরে এসে, আপনকে আরও বেশি করে আপন করে নিতে পারি। তবেই হবে আসল পরিচয়। মনে রাখা প্রয়োজন, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে আমাদের যে পরিচয়টা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। সেই পরিচয়ের মধ্যে যেমন মানটাকে উর্ধ্বে গগনে রেখে দিয়েছি। ঠিক তেমনই হুঁসটাকেও উর্ধ্বেগগনে দেব। প্রত্যেকের সঙ্গে ভালবাসা বিনিময় করে একসঙ্গে থাকার জন্য একে অপরের হাতটা ধরে এগিয়ে যাবার শপথ করব। একের বিপদে এগিয়ে এসে সেই মানুষ নামক কথাটার প্রকৃত অর্থে সঠিক পরিচয়টা তুলে ধরব। যারা এই বন্ধন ভাঙার কথা বলে। তাদের বেশ কিছু প্রাপ্তি হবে বলেই। তারা এমন কথা বলে বেড়ায়। তাদের কথার জবাব না দিলেই, সব প্রশ্নের উত্তরটাকে নিজেরাই দিয়ে দিতে পারা যায়। সবারে বাসরে ভাল এমন উক্তি করেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার মগরা গ্রামে। তিনি ভারতবর্ষের জনজাতির কাছে আবেদন রেখেছিলেন এই বলে, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান/দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়